তারিখ ..29 MAR 1994 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

35

দৈনিক ইত্তেফাক

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল (সোমবার) এক জরুরী সভায় ডাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করিয়াছে। নির্বাচন উপদেষ্টা পরিষদের এই সভায় বলা হয়, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, হলসমূহের প্রভোস্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মহলের সহিত দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১২ই এপ্রিল ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিগত কয়েকদিন যাবৎ নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ক্যাম্পাসে এক অশান্ত ও অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়-পরিবেশ পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একটি ছাত্র সং-

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন

(প্রথম পৃঃ পর)

গঠন ব্যতীত সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, হলসমূহের প্রভোষ্টবৃন্দ এবং প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত সন্ধ্যায় প্রভোষ্ট কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হয়। উপরোক্ত সভা দুইটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নির্বাচন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের সহিত মত বিনিময়ের পর ডাকসুর সভাপতি ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ ১২ই এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, ২৭শে ফেব্রুয়ারী এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। মূলতঃ চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে ছাত্রলীগ (ম-ই) নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী শুরু করে।

২৭শে মার্চ ছিল নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। ঐদিন ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করার কারণে কর্তৃপক্ষ আজ ২৯শে মার্চ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নূতন দিন ধার্য করিলে ছাত্রলীগ পুনরায় ধর্মঘট কর্মসূচী ঘোষণা করে। গতকাল (সোমবার) ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ আই,বি,এ মিলনায়তনে একটি সেমিনারে যোগদান করিতে গেলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁহাকে ঘেরাও করে। তাহারা দীর্ঘক্ষণ মিলনায়তনের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। ভিসি দীর্ঘক্ষণ আটক থাকেন। ফলে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভা দুপুরের পরিবর্তে বিকালে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত। প্রস্তাবে বলা হয়: "ছাত্র নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করিতেছে, সম্প্রতি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (ম-ই) যুক্তিহীন কর্মকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ছাত্রলীগ (ম-ই) সহ সকল ছাত্র সংগঠনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'ডাকসু' নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর হইতে ছাত্রলীগ (ম-ই) একের পর এক বিভ্রান্তিকর ও যুক্তিহীন দাবী তুলিয়া নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে ধর্মঘট আহ্বান করিয়া কার্যতঃ নির্বাচন বানচালের তৎপরতা শুরু করে। একই সাথে ভিসির পদত্যাগের অযৌক্তিক দাবী তোলে। সমগ্র ক্যাম্পাসে উদ্বেগজনক, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আমরা ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর এহেন ন্যাক্কারজনক অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা মনে করি, কোন ছাত্র সংগঠনের স্বীয় সাংগঠনিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা-জীবন ও ভোটাধিকার জিম্মি করিয়া ফেলা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক নয়। ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট জটিলতা ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতির যে কোন অবনতির দায়-দায়িত্ব উক্ত সংগঠনকেই বহন করিতে হইবে।"

এদিকে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার দাবীতে ছাত্রলীগের (ম-ই) বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রতিবাদে ডাকসু ও কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র-ঐক্য গতকাল পৃথকভাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে ডাকসু আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ডাকসুর জি, এস খায়রুল কবীর খোকন, ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন, সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দিন আলম; ছাত্রদল নেতা শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, শাজাহান হাওলাদার সুজন প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মধুর কেন্টিনে কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ছাত্রনেতা রাগিব আহসান মুন্না, রুহিন হোসেন প্রিন্স, বেলাল চৌধুরী, আব্দুল্লাহ হিল কাইয়ুম, আহাদ আহমেদ, সাজ্জাদ জহির চন্দন প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।